বাংলালিংক - সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশন পরিক্রমা ২০০৫

কে-ক্র্যাফট

কর্মব্যস্ত জীবনে ঈদ আমাদের নিজেকে নিয়ে ভাবনার সময় দেয়। মনে করিয়ে দেয় কাজের মাঝেও নিজের জন্য ঈদে একটি পোশাক কেনার কথা। ফ্যাশন পোশাক-আশাক হলেও ফ্যাশন আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে আনন্দ দেয়।

ঈদে নতুন পোশাক মানেই আনন্দ। আর এ আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে ঈদ ফ্যাশন ক্যাটালগ। ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতার পরে আসে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদ বাজার পরিক্রমা। এখানে পোশাকের প্রাচুর্যের অভাব থাকে না। সময়ের বিবর্তনে পোশাক শিল্পের পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। আমাদের এ বাজার পরিক্রমায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। ফ্যাশন ক্যাটালগের মাধ্যমে পাঠক দেখে নিতে পারছেন একসঙ্গে অনেক পোশাকের নমুনা। তাই ঘরে বসেই বেছে নিতে পারেন পছন্দের পোশাকটি। রাস্তার যানজট ও ভিড় ছাড়াই আপনার হাতে আমাদের ঈদ উপহার এই ফ্যাশন ট্রেন্ডের আরেকটি গাইড।

এখন ঈদ বাজারে দোলা সর্বত্র শুরু হয়েছে। মার্কেট আর দোকানগুলোর ভিড়, লাইন ও জাঁকজমক কাপড় মনে করিয়ে দেয় ঈদের আগমন। ঢাকা শহরের এখন অনেক শপিং কমপ্লেক্স। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে কাপড়সহ উপহারসামগ্রীর দোকান। তাই ক্রেতাদেরও সুবিধা হচ্ছে কেনাকাটায়। ঈদের বাজার মূলত এখন হয় এলাকাভিত্তিক। ইস্টার্ন প্লাজা, হকার্স মার্কেট, মৌচাক মার্কেট, আনারকলি, র‍্যাংগ্স আনাম প্লাজা, কনকর্ড টুইন টাওয়ার, গাউছিয়া, চাঁদনীচক, সানরাইজ প্লাজা, প্রিন্স প্লাজা, প্রিয়াঙ্গন শপিং কমপ্লেক্স, রাপা প্লাজা, অর্কিড প্লাজা, নাভানা টাওয়ার, পীর ইয়েমেনী মার্কেট, প্লাজা এ.আর, আয়েশা শপিং কমপ্লেক্স। এছাড়া ফ্যাশন হাউজ আড়ং, বাংলার মেলা, যাত্রা, কে-ক্র্যাফট, ওজি, অঞ্জন'স, নিপুণ, দর্জি, আবর্তন, নীড়, বাংলার দর্পণ, নবরূপা, প্রবর্তনা ইত্যাদিতেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে পছন্দসই শপিং করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর ঈদ প্রস্তুতি

দেশীয় কাপড়ে বিশেষত্ব অর্জনের পথে অগ্রগামী **'কে-ক্র্যাফট'**। দেশীয় কাপড়ে ডেভেলপ করে তারা তৈরি করেছেন তাদের পোশাকের সম্ভার। ফেব্রিক ও ছাটে পরিবর্তন এবার ঈদের পোশাকে লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলার ঐতিহ্যে তৈরি **'বাংলার মেলা'**র পোশাক। ঐতিহ্যের টানের সঙ্গে আধুনিকতা লক্ষণীয় তাদের পোশাকে। সিম্পিলসিটি, পরিচ্ছন্ন জিডাইন বাংলার মেলার। গাঢ়, উজ্জ্বল ও হালকা রঙগুলোর একত্রে বেলেন্ড পোশাকগুলোকে উজ্জ্বল করেছে।

'অঞ্জন'স তাঁত, এন্ডি, সিল্ক ও মসলিন সব কাপড় দিয়ে পোশাকে কাজ করেছে। রঙগুলোতে গাঢ় রঙের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পোশাকে পাওয়া যাবে উৎসবমুখী ভাব।

ডেকোরেটিভ মটিভ নিয়ে কাজ করেছে **'দর্জি বুটিক'**। গহনার কারুকাজ লক্ষ্য করা গেছে পোশাকে। রঙগুলো ব্রাইট। ঐতিহ্য ও বর্তমান ট্রেন্ডের সংমিশ্রণ দর্জির পোশাকের বৈশিষ্ট্য।

'এড্রয়েট' কালেকশন তৈরি করেছে গাঢ় রঙগুলো দিয়ে। সব ধরনের পোশাক রয়েছে তাদের ডিজাইনে। জাঁকজমকপূর্ণ থেকে শুরু করে হালকা ডিজাইন পাবেন এখানে।

'রূপলাগী' পোশাকগুলোতে চুমকি ও সিকোয়েন্সের কারুকাজ রয়েছে। উজ্জ্বল রঙের সঙ্গে কন্টারাস রঙ মিশ্রণের পোশাকে লক্ষ্য করা গেছে। শাড়ি, কামিজ, পাঞ্জাবি, শিশু পোশাক সব এখানে পাবেন।

এন্ডি কাপড়ে স্প্রে, ব্লক এমব্রয়ডারি করেছে **'আবর্তন'**। ডিজাইন পরিবর্তন হয়েছে কালের সঙ্গে মিলিয়ে।

'সৃষ্টি' বুটিক নতুন বছরে তৈরি করেছে ক্রেতাদের আস্থা। শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি পাবেন এখানে।

'নির্ঝর' জর্জেট কাপড়ে এমব্রয়ডারি করেছে এবার ঈদে। বাহারি রঙের সঙ্গে বাহারি কাজ পোশাকগুলোকে জমকালো করেছে।

দেশীয় পোশাকে হালকা কাজ, সুন্দর কাটিং ও রঙের ব্যবহার **'যাত্রার'** বৈশিষ্ট্য। শাড়ি,

evsjvwjsK-mvßvwnK 2000
C`evRvi cwiµgv 2005

প্রধান সমন্বয়কারী : সাশা মানসুর চৌধুরী
সমন্বয়কারী : রাহনুমা শর্মী, আয়শা নুসরাত জাহান, শেখ মনজু
আয়োজক সহকারী : তিশা, রাফি, শান্তা, ইপসিতা, পপি, দিপা, নিলা, বর্ষা, তানিম
আলোকচিত্রী : তুহিন হোসেন, এ এল অপূর্ব
গ্রাফিক্স : নূরুল কবীর, কনক আদিত্য
গ্রাফিক্স সহযোগিতা : হাবিবুর রহমান
বিশেষ সমন্বয়কারী : সামিউল ইসলাম
মেকআপ : ম ম জসিম, আহাদ

সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি ও ফতুয়া পাওয়া যাবে যাত্রায়। ভিন্ন ধরনের পোশাক যাত্রায় পাবেন এবার ঈদে।

শাড়ি **'নারীমেলা'র** বৈশিষ্ট্য। তবে সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি ও ফতুয়া পাবেন এখানে। তাঁতের শাড়িতে ব্লক, এমব্রয়ডারি ও স্প্রে ব্যবহার করেছে এবার ঈদে।

'গ্রামীণ পোশাকে'র ঈদ কালেকশন এবার ক্রেতাদের আকৃষ্ট করবে। ফিনিসিং ও ডিজাইনে নতুনত্ব পাবেন ক্রেতারা।

দেশীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ **'দেশাল'**-এ পাবেন শৈল্পিক মনোভাব ও শিল্পীর হাতের ছাপ। দেশীয় কাপড়ে ট্রেন্ডি লুক এনেছে দেশালের পোশাক।

প্রাচীন প্রতিষ্ঠান **'নিপুণ'**। তাদের পোশাকে শিল্পের দাম অনেক। এখানে পোশাক থেকে শুরু করে পাবেন গৃহসজ্জার সামগ্রীও।

'রং'-এর উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার যেন মনে হয় শাড়ি নয়, শিল্পীর ক্যানভাস। তাঁতের শাড়িতে হ্যান্ডপেইন্ট রঙে পাবেন।

'রূপসী বাংলা' শাড়িতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি ও ফতুয়া পাবেন এখানে।

জমকালো রঙের শাড়ি, কামিজ ও বাচ্চাদের ব্রাইট রঙের উৎসবধর্মী কাপড় পাবেন **'আলনায়'**।

'ঘরে-বাইরে'র পোশাক উজ্জ্বল রঙের শাড়ি ও ফতুয়ায় রয়েছে সিম্প্লিসিটি ও আভিজাত্যের সংমিশ্রণ।

'খাকি' ও 'হ্যান্ডিবাজারে' যুগের ফ্যাশনকে ধরে রাখতে খাকিতে ছেলেরা পাবেন ট্রেন্ডি শার্ট, টি-শার্ট ও জিন্স প্যান্ট।

'এক্সটাসিতে' রয়েছে ওয়েস্টার্ন ধাঁচের ট্রেন্ডি পোশাক।

টাঙ্গাইলের, সুতি ও সিল্ক শাড়িতে জরি, ব্লক ও হ্যান্ডপেইন্টের উজ্জ্বল কারুকাজ পাবেন **'ময়ূরীতে'**।

'আবরু ক্র্যাফটে'র বিশেষত্ব ফতুয়াকেন্দ্রিক হলেও এবার শাড়ি, কামিজ ও পাঞ্জাবিতেও রয়েছে ব্লক, এমব্রয়ডারি ও সিকোয়েন্সের কারুকাজ।

প্রতিবারের মতো এবারও ডিজাইন ও রঙের আধুনিক সংমিশ্রণ রয়েছে **'এম ক্রাফটে'র** শাড়িতে।

ছেলে-মেয়েদের রঙ-বেরঙের উৎসবধর্মী কাপড়ের সঙ্গে **'গৃহকারুতে'** ওড়না, শাল ও এক্সেসরিজ পাবেন।

দেশী কাপড়ে হাতের কাজ, ব্লক, সিকোয়েন্সের কাজ ও অভিনব ওড়নার ব্যবহার **'কারুশৈলীর'** কাপড়ে এনেছে ভিন্ন লুক।

'মেসার্স অধীর এন্ড সন্সের' টাঙ্গাইল ও সিল্ক শাড়িতে রয়েছে ট্রেডিশনাল জরির কাজ।

'বাংলার দর্পণে'র শাড়ি, কামিজ, ফতুয়া, পাঞ্জাবি সব কাপড়েই রয়েছে বাংলার ছোঁয়া আর উৎসবের আবির্ভাব।

নিজেকে সাজাতে, ঘরকে সাজাতে **'তহুজ ক্রিয়েশনে'** রয়েছে অভিনব ডিজাইনের কাপড়।

'গাজী এডিশন' ও **'খাদি বিতানে'** ছেলে ও বাচ্চাদের উজ্জ্বল রঙ এবং উৎসবধর্ম কারুকাজের পাঞ্জাবি পাবেন।

'চিলেকোঠায়' পাবেন বাহারি রঙের সুতি, মসলিন শাড়ি ও ছেলেদের শার্ট।

'ঊষা সিল্কে' রয়েছে উজ্জ্বল রঙের সিল্ক শাড়ি এবং তাঁতে রয়েছে ব্লক, হ্যান্ডপেইন্ট, চুমকি ও সিকোয়েন্সের কাজ।

'ট্রেন্ডজ'-এ ছেলেমেয়েদের পোশাকে ওয়েস্টার্ন ও ইস্টার্ন ফ্যাশনের সংমিশ্রণ রয়েছে।

জুতা-ব্যাগ

এলিফ্যান্ট রোডই জুতার প্রধান বাজার। ঈদের জন্য পারফেক্ট ডিজাইন ও ইস্টার্ন ট্রেডিশনের জুতা পাবেন **'কাভা কাভা'**য়। প্রতি বছর রোজার শেষদিকে জুতার মার্কেটগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে। তবে এবার ভিড় এড়াতে শুরু থেকেই অনেকে কেনাকাটা সেরে নিচ্ছেন। দেশেই অনেক ভালো ভালো জুতা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন মার্কেটে ভালো ব্র্যান্ডের শো-রুমও হয়েছে। সব বয়সের জুতার মূল্য ৫০ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে রয়েছে। বর্তমানে জুতার ট্রেন্ড জুতার সামনের দিকটা একটু পয়েন্টেড বা চোখা এবং পোশাকের কালারের সঙ্গে মিলিয়ে জুতা পরা। মেয়েদের ব্যাগ একটি প্রয়োজনীয় এবং অনেকের কাছে শখের জিনিস। তাই বিক্রেতারাও রঙ-বেরঙের ব্যাগ দিয়ে দোকান সাজিয়ে থাকেন। ছোট-বড়, মাঝারি বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ পাওয়া যায় শপিং সেন্টারগুলোয়। অনেক ক্ষেত্রে পোশাকের সঙ্গেই নির্দিষ্ট ডিজাইনের ব্যাগ পাওয়া যায়। ফর্মাল ব্যাগ ৮০ থেকে ৩৫০ টাকা, লেডিস ব্যাগ ৮০ থেকে ৪০০, ট্রাভেল ব্যাগ ৭০ থেকে ৬৫০, ওয়েস্ট ব্যাগ ৫০ থেকে ২৫০ টাকা। এছাড়া মোবাইল ক্যারি করার জন্য পোশাকের রঙ অনুযায়ী পেতে পারেন স্বল্প দামে সুদৃশ্য ব্যাগ। কোয়ালিটি এবং ডিজাইন অনুযায়ী ব্যাগের দাম বিভিন্ন রকম হবে।

অলঙ্কার ও অন্যান্য

ম্যাচিং অলঙ্কার, দুল, চুড়ি ঈদে চাই-ই। তাই তো বিভিন্ন মার্কেটে এখন শুধু অলঙ্কার, চুড়ির আলাদা করে দোকান দেখা যায়। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে অলঙ্কার ব্যবহার করে থাকেন অনেকেই। সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় রুপা আর ইমিটেশনের অলঙ্কার এখন বেশি জনপ্রিয়। এখন ডায়মন্ডের গহনাও অল্পের মধ্যে বেশ এলিগেন্ট ভাব ফুটিয়ে তোলে। বসুন্ধরা সিটির সঙ্গিনী ডায়মন্ডে আপনি পাবেন বিদেশী সব ডায়মন্ডের ভান্ডার। গাউছিয়া, চাঁদনীচক, নিউমার্কেট, ইস্টার্ন প্লাজা ইত্যাদি প্রায় সব মার্কেটেই ম্যাচিং চুড়ি পাওয়া যায়। বিভিন্ন দোকানে ছোট-বড় অনেক সাইজের দুল ও মালা পাওয়া যায়। সেটসহ বা সিঙ্গেলও কেনা যায়। বড় ত্রিভুজ আকৃতির দুল ও লকেট এখন বেশ ট্রেন্ডি, সঙ্গে কিছু স্টোন হলে তো কথাই নেই। দামের ক্ষেত্রে ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা বা তারও ঊর্ধ্বে আছে। বড় বড় শপিং মল ও প্লাজাগুলোতে পেয়ে যাবেন এই অলঙ্কার। টিপ পাবেন ১০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। পোশাক, জুতা, ব্যাগ, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ ঈদের সাজ।

টুপি-জায়নামাজ-তসবিহ

এখন মার্কেটগুলোয় দেশী ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে ওমান, ইরানি, থাইল্যান্ড, নেপাল,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬-এ দেখুন

কে-ক্র্যাফটের ডিসকাউন্ট অফার

ডিসকাউন্ট কুপন একবারের জন্য প্রযোজ্য

সাপ্তাহিক ২০০০ কিনুন। ডিসকাউন্ট নিন। এখন সাপ্তাহিক ২০০০ কিনলেই আপনি পাচ্ছেন ঈদের কেনাকাটায় বিশেষ ছাড়। কে-ক্র্যাফটের এক যুগ পূর্তিতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য রয়েছে ৭% কমে কেনাকাটার সুযোগ। এই সুযোগ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কে-ক্র্যাফটের যেকোনো শোরুমে সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত ডিসকাউন্ট কুপনটি কেটে জমা দিলেই আপনি পাবেন ডিসকাউন্ট লাভের সুযোগ।
বিস্তারিত ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন...

evsjvwjsK-mvßvwnK 2000
C` evRvi cwiµgv 2005-G AskMnYKvix cwZôvbmgn

বাংলার দর্পন
১০০/বি, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন : ৮১২৪৮৭১

নারীমেলা
দোকান-৩, বাড়ি-৬৬, এভি-৫, ব্লক-এ, সেকশন-৬
মিরপুর অরিজিনাল-১০
জেনেটিক প্লাজা : রোড নং-২৭, প্লট-১৬, দোকান-১১৬-১৮, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৯০০৫১২১, ৮১৫১২২৩

অরিয়ন ফ্যাশন
সি থ্রি ১১ জামাল খান পি,ডি, বি অফিসার্স কলোনী
করবী (নিচতলা), চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৬৩০৭৭০

শীতল টেক্সটাইল
সান্ত্বনা মার্কেট, ২য় তলা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
ফোন : ৭৬১৫৪৩৭

আবরণ বুটিক হাউজ
৮৯, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩১১৭৯২, ৯৩৪১২১১, ০১৭৫-১৫২৬২৭

কারিগর বুটিক হাউস
৯, পলাশনগর, মিরপুর-১১, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ০১৭১-০৬১৯৯৫, ০১৭৬০৯৯৯৬০

শুকতারা
জেনেটিক প্লাজা
রোড : ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ০১৭১৫৮১৮৩৫, ০১৭৬০২১৭৫৩

বাঁচতে শেখা
বাড়ি নং-২৪, সেক্টর-৯, সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা
ফোন : ৮৯২৩৭৪৭, ০১১০৪৩৪৮৫

হাজী হারুন সিল্ক হাউজ
মিরপুর বেনারশী পল্লী। গেট নং-৩, ১০/এ, লেইন-৮/১, মীরপুর পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০১৫২৩৫৮৩২১

নিখুঁত ক্র্যাফট্স
সনি সিনেমা ভবন, প্লট : ১, রোড : ২, ব্লক-ডি
সেকশন : ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ফোন : ০১১-১০৯৭৩৯, ০১৭৮-৭৪০৮৯৪

কারুশৈলী
অর্কিড প্লাজা, ২৮ জেনেটিক প্লাজা-২৭, ধানমন্ডি
ফোন : ০১৮৯-২৭০২৬৮

জেসমিন
দোকান-০৩, ৩য় তলা, রাপা প্লাজা, ধানমন্ডি-২৭
ফোন : ৮১১০৯৪৩, ৮১১০৯৪৫, এক্স-১১১।

বাঁচতে শেখা
বাড়ি নং-২৪, সেক্টর-৯, সোনার গাঁ জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন : ৯২৩৭৪৭, ০১১০৪৩৪৮৫

মঞ্জিমা
দোকান নং-২৯, ২য় তলা, আনাম, র‍্যাংগ্স প্লাজা, ধানমন্ডি ৬/এ
ফোন : ০১৮৯-১৮১৭৫৩

আবর্তন
১০০/এ, শুক্রাবাদ টাওয়ার, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৩৬৩৫৫১, ৮৩১৭৮৯৬

পিনাক বুটিক
৮/৬ ব্লক, লালমাটিয়া, ঢাকা। লাকী ফার্মেসি, মালঞ্চ আ/এ, সাভার
ফোন : ৭৭১১৯৯০, ০১৭২-৮৪৩১৭৪।

রূপলাগি
বসুন্ধরা সিটি : লেভেল-৩, ব্লক-সি, দোকান নং ৪ ও ১০
মৌচাক মার্কেট : দোকান নং ৬২, ৪র্থ তলা
ফোন : ০১৭২৯৩৫৯৩৭

চরকা
এফ, এফ-৯, আনাম র‍্যাংগ্স প্লাজা (২য় তলা)
সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ০১৭২-০৫২৪৮২

মেসার্স মোল্লা সিল্ক
২/৭ স্যার সৈয়দ রোড, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর।
ফোন : ৯১১৮৬৪৩

সৃষ্টি বুটিক
বাড়ি নং-৭৯, রোড-৪, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা
ফোন : ০১৭১-৩৩২৮৮২

সৃষ্টি বুটিক
বাড়ি নং-৭৯, রোড-৪, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।
ফোন : ০১৭১-৩৩২৮৮২

অঙ্গসাজ
১১১ নং দোকান, জেনেটিক প্লাজা, ধানমন্ডি-২৭।
ফোন : ০১৭১-২৬১৬৭৩

শৈল্পিক
১০৯, সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০১৮৯৩৫৩৩৪৭

রমণীয়া
৮৫৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম
ফোন : ০১৭১-১৮১৬১৩

ড্রেস ডিলাইট
প্রাপ্তিস্থান : চরকা, এফএফ ৯, আনাম র‍্যাংগ্স প্লাজা, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি।
ফোন : ০১৮৯২৮১৯২৬

মিনাভার্স কালেকশন
জ-১৬. মহাখালী আ/এ, ঢাকা
ফোন : ০১৮৯৪৯৬৭৮৮, ০১৫২৩০৩৯৫১

ওমেনজা
বাড়ি-২৯, রোড-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৬
ফোন : ৯৬৭৪২৪৩

ফৌজিয়াস ড্রিম
১১১/১, পশ্চিম ধানমন্ডি
প্রাপ্তিস্থান : এফ এফ-৯, ২য় তলা, র‍্যাংগ্স আনাম প্লাজা, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি
ফোন : ০১৭৬৩২০৫২৪

মোটিফ
দোকান-২১, ২য় ২লা, আনাম র‍্যাংগ্স প্লাজা, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি
ফোন : ০১৭২-৭২০২৮৪

গাজী এডিশন
৪৮, মিরপুর রোড ২য় তলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১১-০৮৮৬৪৫

খাদি বিতান
৪৮, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৫৩৯৮

গৃহকারু
দোকান নং এস/এফ-২৪, আনাম র‍্যাংগস প্লাজা
৫/এ, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন : ৮০১৭৪৬৬

বেবি স্মাইল
রাপা প্লাজা নিচতলা, মেট্রো শপিং মল নিচতলা
বসন্ধুরা সিটি : দাকান ২৬/এ, ব্লক ডি, লেভেল-৪, ঢাকা
ফোন : ৯১২৪২৬০, ০১৭১১০১৩৫৬, ১০৮৯১৭৪৭৪৩

কুসুম ক্র্যাফ্ট
পিয়ারী ভিলা (৫ম তলা), ১৩৮/১, সরাই, জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০১৭১৩৭৭৩৩৬

পল্লী মেলা
সেকশন-৬, ব্লক-ক, প্লট-৯, ১ নং প্রধান সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ফোন : ৮০৫৬৯৮৯, ০১৮৭৫৮৪৫২৪

স্নেহা
৬৯, সেন্ট্রাল প্লাজা, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম
ফোন : ৬২২১১৮

শ্বেতা
৫৩৫/এ, তিলপা পাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

ফোন : ৭২১৫৯৫৬

আবরু ক্র্যাফ্ট
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৬০৩৮৯, এক্স-১২৩

প্রশিকা ফেব্রিক্স
প্রশিকা ভবন, আই-১/গ, সেকশন-২
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
ফোন : ৮০১৫৯৪৫-৪৬।

ঘরে বাইরে
৩৫১, রাইফেলস্ স্কয়ার, ধানমন্ডি।
ফোন: ৯৬৬৪৯২৯

রূপসী বাংলা
৩১/এ, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
এম, কোরবান আলী প্লাজা, ওয়ারী, ঢাকা
ফোন : ৭১২৫১২০।

এম ক্র্যাফ্ট
৩/এ, নিউ বেইলী রোড। নাভানা টাওয়ার, গুলশান
মাসকট প্লাজা, উত্তরা, ঢাকা
ফোন : ৯৩৫২৮৭৬, ৯৮৯৩৫৩২

ফ্যাশন জোন
২/৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ৮/৩, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
ফোন : ০১৭৩০৩২৯৫৬, ৮১১৯৭২৪।

সাজী
২/৪৭, ইস্টার্ন প্লাজা, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২২১৪৮

ঈ
বাড়ি-২, সড়ক-৪, ব্লক-এ, সেকশন-৬
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০২৩৪৬৪, ১৭২-০২৫১৯৯

আড়ম্বর
রাপা প্লাজা, ধানমন্ডি। সানরাইজ প্লাজা, লালমাটিয়া
প্লাজা এ আর ধানমন্ডি
ফোন : ৯১৩০২২০, ৯১২৯৫৮৮

শিল্পবিতান
শিল্প বিতান (মহিলা সমিতি পরিচালিত), ৪, নাটক সরণী (বেইলী রোড), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩৭০৫০

গ্রামীণ রূপায়ন চেক
৪৯, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১২৪৮৩২।

গ্রামীণ পোশাক
প্লট-৩৫, সড়ক-৪, ব্লক-এফ, সেকশন-১
মিরপুর, ঢাকা
ফোন : ৯০১৫৬৫১, ০১৭১২২৭০২০

কালার ক্রিয়েশন
৮৯, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩৪১৬৪, ০১৭১২৬১৭৮১

ডলস হাউজ
সেলিমবাগ, ৫২৭ আবদুল্লাহ খান রোড, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬৫২৯১১

রংগন
জাহাজ কোম্পানি শপিং কমপ্লেক্স, রংপুর।
৭৩ নং তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০১১-০৮৯৩৪৫

মৃন্ময়ী
দোকান নং-১১৯, জেনেটিক প্লাজা, রোড নং-২৭, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন : ১৩০০/-

নির্ঝর
২১২, প্রিন্স প্লাজা (২য়তলা), সোবহানবাগ, ঢাকা
ফোন : ০১৯৩৪৬০৮৮

নির্ঝর
২১২, প্রিন্স প্লাজা (২য় তলা), সোবহানবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০১০৩৪৬০৮৮।

রং ঢং
১৪৯, ক-৩, শাহআলী বাগ, মেইন রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ০১৭১০৬১৯৯৭, ০১৮৮৭২৫৯১০।

ললনা
জেনেটিক প্লাজা, দোকান নং-১৩২, নীচ তলা, ধানমন্ডি-২৭, ঢাকা।
ফোন : ০১৭২-০৮০৬১২, ৮১৫৭৩৪৪

এফএফ ফ্যাশন
২৫ ওয়ার স্ট্রিট, ওয়ারি, ঢাকা।
ফোন : ০১১-৮৮৫৭০, ০১৭২২৪১৮৪৮

ইভা ফ্যাশন
১৫৫, প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার, ৪৭ মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৫। ফোন : ০১৭১০৬১৯৯৭, ৯৬৬৮৯৭৫

কাজী ক্র্যাফ্ট
সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।
লেভেল-২, বসুন্ধরা সিটি, পান্থপথ।
ফোন : ০১১০৮৯৩৪৫, ০১৮৯১৮৫৫৭৫।

খাকি
২৩, বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম
ফোন : ৬২১৮৯৪

হ্যান্ডিবাজার
ঢাকার কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি টুইন টাওয়ার্স কনকর্ড, মেট্রো শপিং মল, মাল্টিফ্ল্যান সেন্টার
সিলেট, চট্টগ্রাম

হেরিটেজ পাবনা
এ আর প্লাজা, এ হামিদ রোড, পাবনা।
ফোন : ০১৭১-৯৩০৮৬৭, ০১৭২৭৭৭৭০৩

যাত্রা
৬০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, ঢাকা-১২১৩
ফোন : ৮৮২৬৩৭০

নিপুন ক্র্যাফট
২৩/এ, রীকহাম স্কয়ার, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৯৬৬১৫৬৯, ৯৬৬৫১২১

আফরিনস
মেট্রো শপিং মল (৩য় তলা), ধানমন্ডি, টুইন টাওয়ার কনকর্ড শপিং কমপেক্স (২য় তলা), শান্তিনগর
ফোন : ০১৭১১৭৪১১১, ০১৮৯৮০০৩০২

ক্যানভাস এন্ড ক্রিয়েশন
৭/১৫, সাড়ে ১১, মিরপুর
ফোন : ০১৭১৯৪৩৮১১

হেরিটেজ খুলনা
বাসা-১১৬, রোড-১৫১, খালিশপুর, খুলনা।
১৫/১, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।
ফোন : ৭৬০১৫৯, ০১৭১২৮৯২১৫, ০১৫২৩২৬৬২৫

উষা সিল্ক
মমতাজ প্লাজা, বাড়ি-৭, রোড-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৭৭৩৮১, ০১৭১৩৪৯৩৪৯

কে ক্র্যাফ্ট
হেড অফিস ১/এ, নর্থ আদাবর, শ্যামলী, শাখা- বেইলী রোড, সোবহানবাগ, বনানী, মালিবাগ রাইফেলস্ স্কয়ার, আনাম র‍্যাংগ্স প্লাজা

নীড়
১০০/এ, শুক্রাবাদ টাওয়ার, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড-ঢাকা-১২০৭

মেসার্স অধীর এন্ড সন্স
গ্রাম : পাথরাইল, পোস্ট : পাথরাইল, থানা: দেলদুয়ার, জেলা : টাঙ্গাইল।
ফোন : ০১৭২-০১৯৬১৭

তহু'স
বাসা-৯, রোড-৫, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১-৯৩৪৮৫১, ০১৫২৩০৭৬০৩

চিলেকোঠী
সানরাইজ প্লাজা, দ্বিতীয় তলা
ফোন : ৯১৩১৮৫০, ০১৭১-০২৩১৭১,০১৭৬৩৮৩১৩২

বাংলার মেলা
বাড়ি-১৫৫/ই, সড়ক-১১, বনানী, ১০৫, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড
শ্রুতি টাওয়ার, প্লট-৮, প্রধান সড়ক, মিরপুর-২,
বসুন্ধরা সিটি, লেভেল-২, ব্লক-ডি, দোকান-১০৯

দর্জি
বাড়ি-২২৩, লেইন-১৫, লেইক রোড, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী; ঢাকা।
ফোন : ৮৮১২৭৮৬, ৯৮৮৪৭৯৭, ০১৯১৬২৩৬৩৬

দেশাল
১২৪/এ, ৩য় তলা, আজিজ কো-অপারেটিভ
সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০১৮৭৫৯৫৫৩
www.deshal.com

মালয়েশিয়া, সৌদিসহ বিভিন্ন দেশের টুপি। জায়নামাজ, টুপির আবার বাহারি নামও দেখা যায়। দাম ১০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। প্লাস্টিক, ভেলভেট, পাট, সিনথেটিকসহ বিভিন্ন ধরনের জায়নামাজ রয়েছে। দাম ৫০ থেকে ১ হাজার টাকা। নানা রঙের তসবিহর দাম ১০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। রুমাল ২০ থেকে ১৫০ টাকা।

দর্জি

আতর, সুরমা ও অন্যান্য

দেশীয় আতরের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা উন্নতমানের আতর পাওয়া যায় আমাদের দেশে। বাহারি নামের এসব আতর তোলা হিসেবে বিক্রি হয়। আগর ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার, বুলগেরিয়া গোলাপ ১০ হাজার, মেশক আম্বর ৮০০ টাকা, জান্নাতুল ফেরদৌস তোলা ৪০০, নাইন ফ্লাওয়ার তোলা ৪০০, জান্নাতুল নাইম তোলা ৮০০, মাহবুবা ১২০০, গুলবাহার ৮ হাজার, রজনী ৪০০, হাসনা হেনা ৪০০, আলফিল ২৫০, দরবার তোলা ২০০ টাকা। এছাড়া প্যাকেটে বিভিন্ন দামে আতর পাওয়া যায়।

উন্নতমানের সুরমা হাসিমি ৫০ টাকা প্যাকেট, লজিক ৩০, নূরী ২০, হাসনা ৩০ টাকা। সাধারণত ১ প্যাকেটে ১ তোলার মতো সুরমা থাকে। সুরমার জন্য আকর্ষণীয় সুরমাদানিও বিক্রি হয়। ভালো আতর ও সুরমা বায়তুল মোকাররম, মিরপুর, চকবাজার, নিউমার্কেট, উত্তরা ও গুলশানের দোকানগুলোতে পাওয়া যাবে।

জাকাতের কাপড়

রোজার ঈদের অন্যতম উপকরণ জাকাতের কাপড়। জাকাতের কাপড় হিসেবে শাড়ি, লুঙ্গিই বোঝানো হয়। এছাড়া কাঁথা, মশারি, বালিশও অনেকে দিয়ে থাকেন। সরকারি ন্যায্যমূল্যে বিটিএমসির বস্ত্রসম্ভার থেকে জাকাতের কাপড় কিনতে পারেন। বিভিন্ন টেক্সটাইল থেকেও কেনা যায়। এছাড়া স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন মার্কেটে জাকাতের কাপড় বিক্রি হয়। গাউছিয়া, ধানমন্ডি হকার্স, মিরপুর রোড, হকার্স, বঙ্গবাজার, ফুলবাড়িয়া, মিরপুর ১ নম্বরের মুক্তিযোদ্ধা সুপার মার্কেট, পীর ইয়ামেনী মার্কেট, বাবুপুরা নীলক্ষেত, ইসলামপুর, কমলাপুরে জাকাতের কাপড় পাবেন।

উপহার

ঈদের আনন্দে প্রিয়জনকে দিন ঈদ উপহার। পোশাকই দিতে হবে এমন নয়; বই, ডায়েরি, ফুল, মোমবাতি, মোমবাতি স্ট্যান্ড, গানের ক্যাসেট ডিভিডি, ভিসিডি, কার্ড ইত্যাদি দিতে পারেন। বইয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো লেখকের হতে পারে বা এককে অনেক লেখকের উপন্যাস বা গল্প থাকতে পারে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদসংখ্যা বা রান্না সংখ্যাও দিতে পারেন আপনার প্রিয়জনকে। প্রিয়জনের আনন্দ বাড়িয়ে দিতে অল্প বাজেটে আপনি দিতে পারেন বাংলালিংকের লেডিস ফার্স্টের মোবাইল সিম। যেখানে আপনি পাচ্ছেন দেশের সর্বনিম্ন কলরেট। প্রিয়জনের সিমের সঙ্গে বাংলালিংকের ঈদ উপহার ৬০০ টাকার টকটাইম ফ্রি। সিমের উপহারের মাধ্যমে তাকে বলুন You First.

c”Q` cwiPwZ

১. নোবেল পরেছেন অঞ্জনস্-এর শর্ট পাঞ্জাবি।
২. অপি করিম পরেছেন বাংলার মেলার পোশাক।
৩. রিয়া পরেছেন কে-ক্র্যাফট-এর শাড়ি।
৪. মোনালিসা পরেছেন এড্রয়েট কালেকশনের শাড়ি।
৫. কুসুম পরেছেন দর্জি'র পোশাক।

শপিং টিপস

ঈদের সময় মার্কেটগুলোয় অসম্ভব রকমের ভিড় হয়। তাই শপিং করতে হবে সাবধানে। অনেক দোকানি বিদেশী বলে দেশী পণ্য বিক্রি করে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। নিজের টাকার ব্যাগ ও মোবাইলটি সাবধানে রাখবেন। ভিড়ের মধ্যে পাঞ্জাবির পকেটে টাকা বা মোবাইল রাখবেন না। প্রথম পছন্দের কাপড়টি আগে হাতে নিয়ে দ্বিতীয়টি পছন্দ করুন। দ্বিতীয়টি পছন্দ হলে প্রথমটি রেখে দিন। কারণ ভিড়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আর সুন্দর জিনিসের প্রতি নজর সবারই থাকে। দোকান থেকে ফেরত টাকা সঠিকভাবে বুঝে নিন। সবকিছুতেই ধীরস্থির হতে হবে। তাড়াহুড়োয় ঠকার ভয় থাকে।

ঘর গোছানো

ঈদে ঘর গোছানো মানে সব নতুন কিছু দিয়ে সাজাতে হবে, এমন নয়। সবকিছু পরিষ্কার, ঝাড়ামোছা করা যেতে পারে। ধোয়া চাদর, সোফার কভার, কুশন কভার লাগাতে পারেন। দেয়াল ঘড়ি ও ছবিটা পরিষ্কার করে মুছে ফেলুন। ঘরের ফার্নিচার একটু এদিক-সেদিক করতে পারেন। বারান্দায় টবে গাছ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন। ফুলের তুলনা কোনো কিছুর সঙ্গে করা যায় না। তাই ঈদে কিছু ফুল যদি ঘরে রাখা যায়, দেখবেন ঘরটাকে যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে।